জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৩ তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	১০-০৮-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বিকেল ৩.০০ ঘটিকা
স্থান	:	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, ঢাকা
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। জনাব শাজাহান খান এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়; জনাব আসাদুজ্জামান খান এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; বেগম তারানা হালিম এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; জনাব আনিসুল হক, মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও জনাব সাঈদ খোকন, মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব ও চেয়ারম্যান বিআরটিএ বিগত সভার কার্যবিবরণী ও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

সভাপতি ২২টি জাতীয় মহাসড়কে থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা/অটোটেম্পু এবং সকল অযান্ত্রিক যানবাহন এবং সকল জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, ব্যাটারি চালিত যানবাহন ও অনুরূপ যানবাহন এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল বন্ধের নিমিত্ত কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস ও যানজট নিরসনে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পদ্মা সেতু প্রকল্প, মেট্রোরেল প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেস প্রকল্প ইত্যাদির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু এবং জাতীয় মহাসড়ক পর্যায়ক্রমে ৪-লেনে উন্নীতকরণ অন্যতম। সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হলো ধীর গতি ও দ্রুত গতি সম্পন্ন মোটরযান একই মহাসড়কে চলাচল। সভাপতি জানান ইতোমধ্যে জাতীয় মহাসড়কে থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা/অটোটেম্পু এবং সকল অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যার ফলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং সড়ক পথে যাতায়াত সময় হ্রাস পেয়েছে। তবে যে সকল স্থানে ফিলিং স্টেশন নেই সে সকল স্থানসমূহে চলাচলকারী থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা/অটোটেম্পু যাত্রীবিহীন অবস্থায় ভোর ৬.০০ ঘটিকা হতে সকাল ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সময়ে নিকটস্থ মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত সিএনজি ফিলিং স্টেশন হতে গ্যাস সংগ্রহ করতে পারবে।

মাননীয় মন্ত্রী, জনাব শাজাহান খান এমপি, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সভায় সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে বিদ্যমান ট্রাফিক সাইন ও সিগন্যাল আরো দৃশ্যমান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন এঁর নেতৃত্বে গঠিত সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক উপ-কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক ২২টি জাতীয় মহাসড়কে থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা/অটোটেম্পু এবং অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল বন্ধের ফলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাওয়ায় ধন্যবাদ জানান। তিনি গাড়িচালকদের সচেতনতার পাশাপাশি পথচারী ও যাত্রীদের সচেতন করার উপর জোর দেন এবং তিনি মহাসড়কে স্থাপিত ওয়েস্কেলগুলোকে কার্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে যানবাহন বৃদ্ধির তুলনায় সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে যা পুলিশ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হচ্ছে। এছাড়া World Bank প্রকাশিত "Road Traffic Accidents Death Rate by Country প্রতিবেদন অনুসারে পৃথিবীর ১৯২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ৯০তম। কাজেই বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনা এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে কম। এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতের তুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার বাংলাদেশে কম বলে তিনি উল্লেখ করেন।

চলমান পাতা-২

(৩)	যে সকল স্থানে সিএনজি স্টেশন নেই সে সকল স্থানে সকাল ৬.০০ ঘটিকা থেকে ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সময়ে মহাসড়কের পাশে অবস্থিত সিএনজি স্টেশন হতে অটোরিক্সাসমূহ যাত্রীবিহীন অবস্থায় জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারবে।	বাংলাদেশ পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশ /জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার/ পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন।
(৪)	জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ও ব্যাটারিচালিত যানবাহন, রিক্সা বা অনুরূপ যানবাহন চলাচল বন্ধে লাগাতার অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	বাংলাদেশ পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশ/ বিআরটিএ/জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার/পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন।
(৫)	প্রতি ০৫ (পাঁচ) ঘন্টা গাড়িচালনার পর কমপক্ষে আধাঘন্টা বিশ্রাম, দিনে সর্বোচ্চ ০৮ (আট) ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার অধিক গাড়ি না চালানোর বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে।	পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন।
(৬)	মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন এলাকাসহ সারাদেশে ফিটনেসবিহীন ও ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান এবং অবৈধ লাইসেন্সধারী চালকদের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।	বাংলাদেশ পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশ /জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার/ পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন/ বিআরটিএ।
(৭)	গাবতলী ব্রিজের নীচ দিয়ে নির্মিত U-Loop রিজিড পেভমেন্ট আসন্ন ঈদ-উল-আযহার পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।	সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর
(৮)	ঢাকা মহানগরীর আগারগাঁও, পঙ্গু হাসপাতাল, বনানী, আরমানিটোলা (বাবুবাজার) এলাকায় পশুর হাট বসবে না।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ডিএমপি।
(৯)	ফরিদপুর জেলার মালিগ্রামে গরুর হাট বসানো যাবে না।	জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর ও পুলিশ সুপার, ফরিদপুর
(১০)	মগবাজার ফ্লাইওভার এর নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার উপর রাখা যাবে না এবং সড়ক সংস্কার করে যান চলাচলের উপযোগী রাখতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
(১১)	প্রণয়নাধীন সড়ক পরিবহন আইনে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং এর জন্য জরিমানা আদায়/শাস্তির বিধান আরও কঠোর করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(১২)	ঢাকা মহানগরীর Exit এবং Entry Point গুলো আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহার আগে সংস্কার করে যান চলাচলের উপযুক্ত রাখতে হবে।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/সওজ অধিদপ্তর
(১৩)	সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সারাদেশের মহাসড়কগুলোতে যানবাহনভেদে মোটরযানের সর্বোচ্চ গতি ৮০ কিলোমিটার এবং ঢাকাসহ অন্যান্য সিটি এলাকায় সর্বোচ্চ গতি ৪০ কিলোমিটার নির্ধারণ করা হল। এর চেয়ে বেশী গতিতে গাড়ি চালানো যাবে না এবং মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ তে বর্ণিত গতিসীমা মেনে চলতে হবে।	হাইওয়ে পুলিশ/মেট্রোপলিটন পুলিশ /জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার/ বিআরটিএ/পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন।
(১৪)	যানবাহনের অতিরিক্ত ওজন/(এক্সেল লোড) কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/হাইওয়ে পুলিশ/ জেলা পুলিশ
(১৫)	আসন্ন ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের পার্শ্বে বা উপরে পশুর হাট বসানো যাবে না।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বাংলাদেশ পুলিশ/ হাইওয়ে পুলিশ/জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার।